৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা সাহিত্য

লেকচার: 02

Topic:
প্রাক-চৈতন্য যুগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও সাহিত্যিক।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

www.uttoron.academy

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

- বাংলা সাহিত্যের যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রি:)
- মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি:)
  - প্রাক-চৈতন্যযুগ (১২০১—১৫০০ খ্রি:)
  - চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০ খ্রি:)
  - চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৮০০ খ্রি:)
- আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান)

- অন্ধকার যুগের সময় = (১২০১-১৩৫০) খ্রি. = ১৫০ বছর।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় – চর্যাপদের কাল থেকে।

যুগ	বৈশিষ্ট্য
প্রাচীন যুগ	গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও ধর্মনির্ভরতা
মধ্যযুগ	ধর্মনির্ভরতা
আধুনিক যুগ	মানবের জয়জয়কার, আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবোধ

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

বাংলা সাহিত্যের **১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রি.** পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা হয়। চর্যাপদের আবিষ্কারের পূর্বে মধ্যযুগের শুরুটাই প্রাচীন যুগ হিসেবে বিবেচিত হত। এ যুগে মূলত **ধর্ম নির্ভর** পৌরাণিক **কল্প কাহিনি আশ্রিত কাব্য, দেবদেবীর বন্দনা ও অনুবাদ** জাতীয় সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। মধ্যযুগে সাহিত্যের ধারা মূলত **কাব্য নির্ভর**। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের **সবটুকুই মুসলিম শাসনামলের অন্তর্গত।**

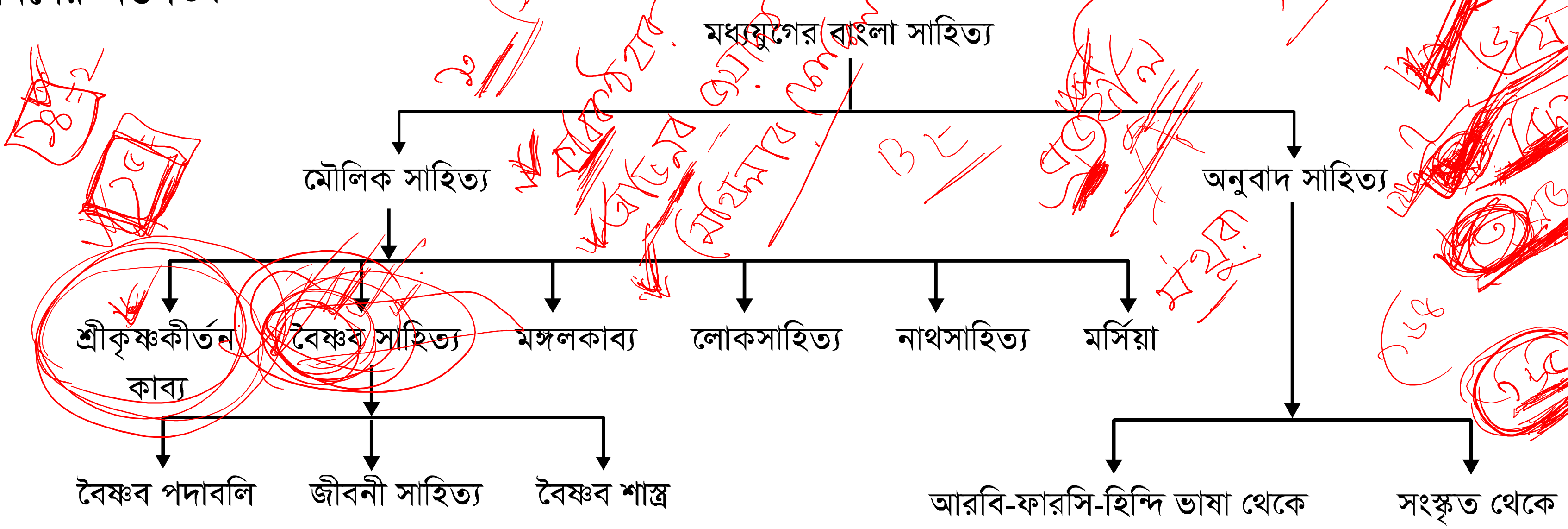

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে – [৩৪তম বিসিএস]

(ক) ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত (খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত

(গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত (ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

০২। 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন – [৩২তম বিসিএস]

(ক) রামাই পণ্ডিত (খ) শ্রীকর নন্দী

(গ) বিজয় গুপ্ত (ঘ) লোচন দাস

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

কাব্যের লেখকঃ

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

কাব্যে তাঁর তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় –

‘বড়ুচণ্ডীদাস’, ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘নন্ত বড়ু চণ্ডীদাস’ । এর মধ্যে ‘বড়ু চণ্ডীদাস’ ভণিতা মিলেছে ২৯৮টি স্থানে ও ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতা মিলেছে ১০৭ বার। ৭টি পদে ব্যবহৃত ‘অনন্ত’ শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, চণ্ডীদাস তাঁর নাম এবং বড়ু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৌলিক উপাধি বাঁড়ুজ্যে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ।

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমাস্থ ছাতনার অধিবাসী ছিলেন। বড়ুচণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। এই বাসলী দেবীপ্রকৃতপক্ষে শক্তিদেবী মনসার অপর নাম।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

চরিত্রঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রধান চরিত্র তিনটি-----রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি।

ছন্দ :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যই প্রথম অক্ষরবৃত্ত রীতির বিচিত্র ছন্দবদ্ধের বলিষ্ঠ প্রকাশ।

নাট্যগুণ:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যলক্ষনাক্রান্ত অখ্যানকাব্য। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটেছে। নাট্যোগীতপাঞ্চালিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সার্থকতা স্বীকৃত।

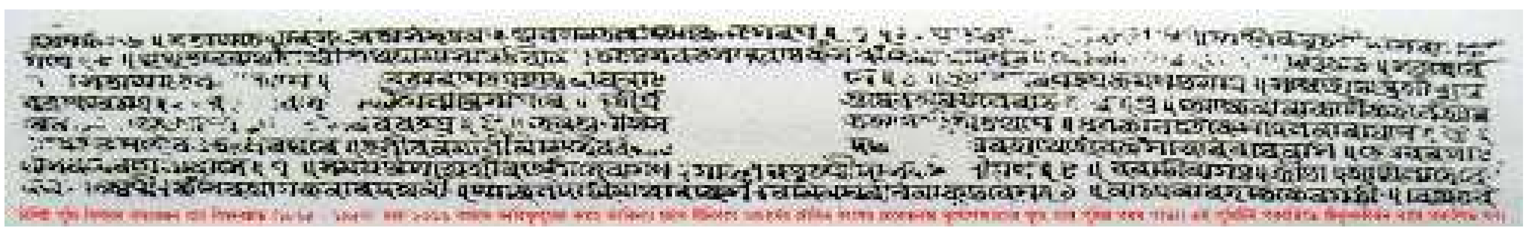

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

খণ্ডঃ

বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান কাব্য। প্রথম কাহিনী-কবিতা। এই কাহিনীটি মোট ১৩ খন্ডে বিভক্ত-

১) জন্মখন্ড, ২) তাম্বুলখন্ড, ৩) দানখন্ড, ৪) নৌকাখন্ড,
৫) ভারখন্ড, ৬)ছত্রখণ্ড, ৭) বৃন্দাবনখন্ড, ৮) কালীয়দমনখন্ড,
৯) বস্ত্রহরণখন্ড, ১০) হারখন্ড, ১১) বাণখণ্ড,
১২) বংশীখন্ড ও ১৩) রাধাবিরহ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটিতে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত মর্মস্পর্শী একটি পদ —

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হুআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।"

POLL QUESTION-01

✪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দরীতি কোন মাত্রার?

(a) মাত্রাবৃত্ত

(b) অক্ষরবৃত্ত

(c) মুক্তক ছন্দ

(d) স্বরাক্ষরিক ছন্দ

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) পদাবলি
(খ) ধামালি
(গ) প্রেমগীতি
(ঘ) নাট্যগীতি (নাট্যগীতি)

০২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস]

(ক) জ্ঞানদাস
(খ) দীন চণ্ডীদাস
(গ) বড়ু চণ্ডীদাস
(ঘ) দীনহীন চণ্ডীদাস

০৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই কি ধরনের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস]

(ক) শ্রী রাধার ননদিনী
(খ) শ্রী রাধার শাশুড়ি
(গ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
(ঘ) জনৈক গোপবালা

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

জীবনীসাহিত্যঃ

- ✓ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তি না লিখেও যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে – শ্রী চৈতন্যদেব।
- ✓ শ্রী চৈতন্যদেবের ডাক নাম – নিমাই
- ✓ চৈতন্যযুগ বলা হয় – ১৫০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে।
- ✓ বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য – চৈতন্য জীবনী সাহিত্য।
- ✓ শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে বলা হয় – কড়চা ।
- ✓ শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী কাব্য – বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রী চৈতন্যভাগবত' ।
- ✓ বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনী গ্রন্থ – লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' ।
- ✓ সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল জীবনী – কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

চৈতন্যদেবের উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

রচয়িতা	গ্রন্থের নাম
বৃন্দাবন দাস	শ্রী চৈতন্যভাগবত
লোচন দাস	চৈতন্য মঙ্গল
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্যচরিতামৃত
মুরারিগুপ্ত	শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

মর্সিয়া সাহিত্যঃ

- ✓ মর্সিয়া শব্দটি আরবি, এ শব্দের অর্থ – শোক প্রকাশ করা।
- ✓ মর্সিয়া এক ধরণের শোককাব্য বা শোকগীতি বা বিলাপ সঙ্গীত।
- ✓ কারবালার প্রান্তরে শহিদ ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহিদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা ‘মর্সিয়া’ নামে পরিচিত।
- ✓ দুই জন উল্লেখযোগ্য মর্সিয়া সাহিত্য রচনাকারীর নাম- শেখ ফয়জুল্লাহ ও দৌলত উজির বাহরাম খান।
- ✓ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত গ্রন্থ- জয়নবের চৌতিশা ।
- ✓ দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত মর্সিয়া কাব্য – জঙ্গনামা ।
- ✓ বাহরাম খান এর জন্ম – চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ।

POLL QUESTION-02

✪ সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল জীবনী কোনটি?

(a) শ্রী চৈতন্যভাগবত

(b) চৈতন্যকাব্যামৃত

(c) চৈতন্য মঙ্গল

(d) চৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

নাথ সাহিত্যঃ

- ✓ প্রাচীন কাল থেকে এদেশে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায় ছিল , তাদের ধর্মের নাম – নাথ ধর্ম।
- ✓ নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্য – নাথ সাহিত্য ।
- ✓ মুসলমান হয়েও নাথ সাহিত্য রচনা করেন – শেখ ফয়জুল্লাহ।
- ✓ নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা – গোরক্ষ বিজয়।
- ✓ গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা - শেখ ফয়জুল্লাহ।
- ✓ যে দুটি ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি – বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম ।

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত: [৪০তম বিসিএস]

(ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী
(গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস

০২। বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]

(ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা
(গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা

০৩। বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন? [৩৮ ও ২৮তম বিসিএস]

(ক) নবদ্বীপের (খ) মিথিলার
(গ) বৃন্দাবনের (ঘ) বর্ধমানের

০৪। শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) ভাবরস (খ) মধুর রস
(গ) প্রেমরস (ঘ) লীলারস

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০৫। শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত – [৩৭তম বিসিএস]

(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) দাশরথি রায়

(গ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (ঘ) রামপ্রসাদ সেন

০৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক-এর প্রভাব অপরিসীম? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) শ্রীকৃষ্ণ

(গ) আদিনাথ (ঘ) মনোহর দাশ

০৭। মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) জয়নন্দী (খ) বড়ু চণ্ডীদাস

(গ) গোবিন্দ দাস (ঘ) জ্ঞান দাস

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

অনুবাদ সাহিত্যঃ

✓ বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে কবিরা হাত দিয়েছিলেন – অনুবাদ সাহিত্যে।

✓ মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য মূলত – ভাবানুবাদ।

✓ এ যুগের কবিগণ নিজের ভাষায় ভাবানুবাদ করতেন – পয়ার ছন্দে ।

✓ পৃথিবীতে জাত মহাকাব্য ৪ টি । যথা –

1) রামায়ণ
2) মহাভারত
3) ইলিয়াড
4) ওডেসি

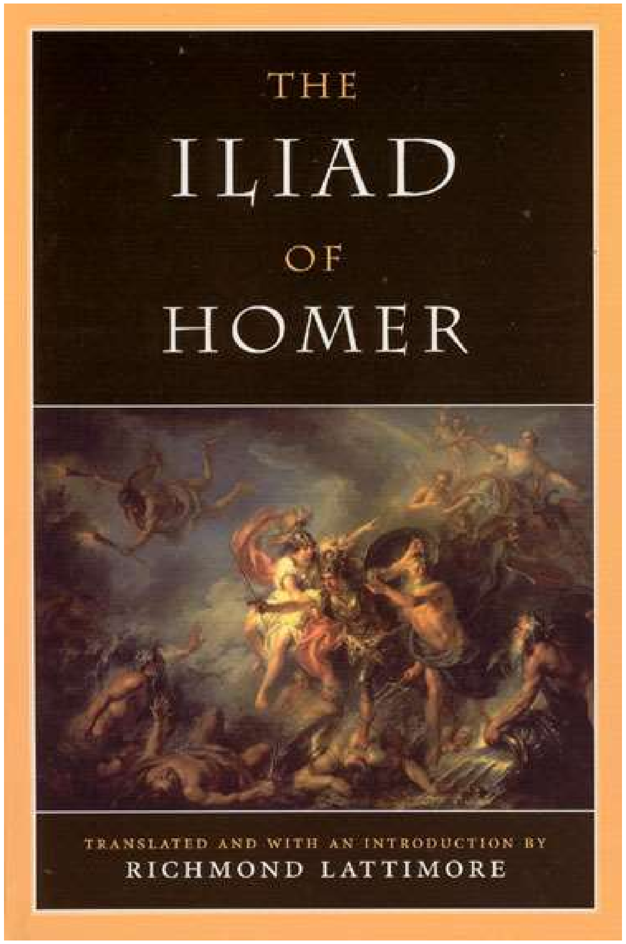

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

মহাভারতঃ

- ✓ মহাভারতের রচয়িতা – বেদব্যাস।
- ✓ মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর খণ্ড – ১৮ টি।
- ✓ মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা – ৮৫০০০।
- ✓ চরিত্র- অভিমন্যু, অর্জুন, কর্ণ, দ্রোপদী।
- ✓ মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক – কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- ✓ তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম – পরাগলী মহাভারত।
- ✓ শ্রীকর নন্দী অনূদিত গ্রন্থের নাম – 'ছুটিখানী মহাভারত'।
- ✓ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কাশীরাম দাস।

ভাগবতঃ

- ভাগবত এর রচয়িতা – বেদব্যাস।
- ভাগবত বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন – মালাধর বসু।
- মালাধর বসু অনূদিত ভাগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
- মালাধর বসুর উপাধি – গুণরাজ খান।

POLL QUESTION-03

✪ জঙ্গনামা - কোন সাহিত্যের অন্তর্গত?

(a) মর্সিয়া

(b) গীতিনাট্য

(c) অনুবাদ সাহিত্য

(d) লোককাহিনী

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

রামায়ণঃ

- ✓ রামায়ণ রচনা করেন – বাল্মীকি
- ✓ রামায়ণ রচিত হয় তমসা নদীর তীরে সংস্কৃত ভাষায়।
- ✓ বাল্মীকির মূল নাম – রত্নাকর দস্যু।
- ✓ বাল্মীকি অর্থ – উইপোকার ঢিবি।
- ✓ চরিত্র- রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ।
- ✓ রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক – কৃত্তিবাস ওঝা।
- ✓ রামায়ণে খণ্ড আছে – সাতটি (২৪০০০ শ্লোক)

চন্দ্রাবতীঃ

- রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক – চন্দ্রাবতী
- চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।
- তিনি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ।
- তাঁর পিতার নাম – দ্বিজ বংশীদাস।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্যঃ

অনুবাদকের নাম	অনূদিত গ্রন্থ	মূলগ্রন্থ	মূল রচয়িতা
কৃত্তিবাস ওঝা	রামায়ণ	রামায়ণ	বাল্মীকি
কাশীরাম দাস	মহাভারত	মহাভারত	বেদব্যাস
মালাধর বসু	ভাগবত	ভাগবত পুরাণ	বেদব্যাস
নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত	হংসদূত	রূপগোস্বামী
সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দর	বিদ্যাসুন্দরম	বিলহণ, ববরুচি
শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ইউসুফ-জোলেখা	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা	জামী
দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী-মজনু	লায়লা ওয়া মজনুন	নিজামী
আলাওল, দোনাগাজী	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
আলাওল	পদ্মাবতী	পদুমাবৎ	মালিক মুহাম্মদ জায়সী

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্যঃ

অনুবাদকের নাম	অনূদিত গ্রন্থ	মূলগ্রন্থ	মূল রচয়িতা
আলাওল	হপ্ত পয়কর	হফত পয়কর	নিজামী
আলাওল	সিকান্দারনামা	সিকান্দারনামা	নিজামী
আলাওল	তোহফা	তোহফাতুন নেসায়েহ	ইউসুফ গদা
আব্দুল হাকিম, আব্দুল করিম	নূরনামা	-	-
সৈয়দ হামজা	হাতেম তাই	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
সৈয়দ হামজা	আমীর হামজা	কিসসা-ই-আমীর হামজা	মোল্লা জালাল বালখি
সৈয়দ হামজা	মধুমালতী	মধুমালত	মনঝন
ফকির গরীবুল্লাহ	মকতুল হোসেন	-	-
দৌলত কাজী ও আলাওল	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	মৈনাসত	সাধন

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। ‘চন্দ্রাবতী’ কী? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) নাটক (খ) কাব্য

(গ) পদাবলি (ঘ) পালাগান

০২। দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ফরিদপুর (খ) সিলেট

(গ) কৃষ্ণনগর (ঘ) চট্টগ্রাম

০৩। ‘তোহফা’ কাব্যটি কে রচনা করেন? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) দৌলত কাজী (খ) মাগন ঠাকুর

(গ) সাবারিদ খান (ঘ) আলাওল

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০৪। ‘হপ্ত পয়কর’ কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) সৈয়দ আলাওল (খ) জৈনুদ্দিন

(গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) অমিয় দেব

০৫। “তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।” –অর্থ কী? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হল

(খ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল

(গ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল

(ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

০৬। ‘পরাগলী মহাভারত’ খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস]

(ক) সঞ্জয় (খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর

(গ) শ্রীকর নন্দী (ঘ) কাশীরাম দাস

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

বৈষ্ণব পদাবলিঃ

বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যর সূচনা ঘটে চর্তুদশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-এর সময়ে তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা ছিলেন নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ।
- বৈষ্ণব পদাবলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।
- ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

চণ্ডীদাসঃ

❖ চণ্ডীদাস ৩ জন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস।

❖ বড়ু চণ্ডীদাস সবথেকে পুরাতন।

চণ্ডীদাসের অমর উক্তিঃ

✓ সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই

✓ সই কে শুনাইল শ্যাম নাম

✓ সই কেমনে ধরিব হিয়া

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়

আমার আঙিনা দিয়া

জ্ঞানদাসঃ

- তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।
- তিনি শিল্পী ছিলেন।

অমর উক্তিঃ

- রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

POLL QUESTION-04

✪ চণ্ডীদাসকে ________ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(a) প্রেমের কবি

(b) আধুনিক কবি

(c) দুঃখের কবি

(d) অলৌকিক কবি

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান যেমন- ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত। এগুলি বেশিরভাগ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

এর মধ্যে বিখ্যাত- 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান',

'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে',

'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' ইত্যাদি।

এছাড়া- 'ওহে জীবন বল্লভ', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে', 'আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি' ইত্যাদি গানে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব পরিস্ফুট।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

মঙ্গলকাব্যঃ

○ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।

○ প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ঃ পৌরাণিক ও লৌকিক।

○ মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য – দেব-দেবীর গুণগান।

○ মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য – মঙ্গলকাব্য

○ একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথাঃ বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখন্ড, মর্ত্যখন্ড ও শ্রুতিফল।

○ আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত – মনসামঙ্গল কাব্য।

○ মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা – ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল/কালিকামঙ্গল

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

মনসামঙ্গলঃ

✓ মনসামঙ্গলের আদি কবি – কানাহরি দত্ত।

✓মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কাব্য এটি।

✓মনসামঙ্গলের একমাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় কবির নাম – কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

✓বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম – মনসাবিজয়।

✓মনসামঙ্গল কাব্য রচিত- মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে।

✓এ কাব্যের অপর নাম – পদ্মপুরাণ

✓সাপের দেবী মনসার অপর নাম – কেতকা ও পদ্মাবতী

ধর্মমঙ্গলঃ

- ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি – ময়ূরভট্ট
- এ কাব্যের দুজন প্রধান কবি – রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনারাম চক্রবর্তী
- এ কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প ও লাউসেনের গল্প।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

চণ্ডীমঙ্গলঃ

✓ চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি – মানিক দত্ত।

✓ এ কাব্যের প্রধান কবি – মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

✓ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি – কবিকঙ্কণ।

✓ কবিকঙ্কণ উপাধি দেন – জমিদার রঘুনাথ রায়।

✓ কবি মুকুন্দরামের জনপ্রিয় কাহিনি কাব্য – কালকেতু উপাখ্যান।

✓ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি – দুই খণ্ডে বিভক্ত।

✓ কাব্যের প্রধান চরিত্র- কালকেতু

✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাঁড়ুদত্ত।

কালিকামঙ্গলঃ

- কালিকামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি – কবি কঙ্ক
- কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি – রামপ্রসাদ সেন।
- রামপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থের নাম – কবিরঞ্জন
- এ কাব্যধারাকে বলা হয় – বিদ্যাসুন্দর
- বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম কবি – শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান ।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

অন্নদামঙ্গলঃ

- ✓ এ কাব্যে দেবী অন্নদার বর্ণনা আছে।
- ✓ এ কাব্যের প্রধান কবি – ভারতচন্দ্র রায়।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি – ভারতচন্দ্র।
- ✓ ভারতচন্দ্রের উপাধি – রায়গুণাকর।
- ✓ মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবি – ভারতচন্দ্র।
- ✓ অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভক্ত – ৩ খণ্ডে।
- ✓ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'– প্রার্থনাটি ঈশ্বরী পাটনীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ

- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
- কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
- জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০)

উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতা ও প্রধান চরিত্রঃ

কাব্য	কবিগণ	প্রধান চরিত্র
মনসামঙ্গল	কানাহরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা
চণ্ডীমঙ্গল	মানিকদত্ত , দ্বিজ মাধব (স্বভাব কবি), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মুক্তরাম সেন	ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর	ঈশ্বরী পাটনী , হীরামালিনী
ধর্মমঙ্গল	ময়ূরভট্ট , আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, ঘনরাম চক্রবর্তী , নরসিংহ বসু	লাউসেন , হরিশ্চন্দ্র

POLL QUESTION-05

✪ বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম-

(a) মনসামঙ্গল

(b) কালিকামঙ্গল

(c) মনসাবিজয়

(d) চণ্ডীমঙ্গল

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ১৭৫৬ (খ) ১৭৫২

(গ) ১৭৬০ (ঘ) ১৭৬২

০২। মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) কানাহরি দত্ত (খ) মানিক দত্ত

(গ) ভারতচন্দ্র (ঘ) দাশু রায়

০৩। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি? [২৮তম বিসিএস]

(ক) বিজয়গুপ্ত (খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

(গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) কানাহরি দত্ত

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০৪। ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’ লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস]

(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ভারতচন্দ্র রায়

(গ) মদন মোহন তর্কালঙ্কার (ঘ) কামিনী রায়

০৫। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? [২৬তম বিসিএস]

(ক) আরাকান রাজসভা (খ) কৃষ্ণনগর রাজসভা

(গ) রাজা গণেশের রাজসভা (ঘ) লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা

০৬। চাঁদ সদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]

(ক) চণ্ডীমঙ্গল (খ) মনসামঙ্গল

(গ) ধর্মমঙ্গল (ঘ) অন্নদামঙ্গল

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়